পিটার ফ্রেডেরিক স্ট্রসনের মতে মৌলিক বিশেষ (basic particular): একটি আলোচনা

বলরাম করণ

সারসংক্ষেপ: জগতে অসংখ্য বিশেষ আছে, এদের মধ্যে জড়বস্তু ও ব্যক্তিমানুষকে স্ট্রসন মৌলিক বিশেষ বলেছেন। জগতের একদিকে এমন কিছু বিশেষ আছে যেগুলিকে সরাসরি সনাক্ত করা যায়। অপরদিকে, এমন কিছু বিশেষ আছে, যেগুলিকে সরাসরি সনাক্ত করা যায় না। যেমন 'বিদ্যুৎ চমক' কিংবা 'শব্দ' এই সমস্ত বিশেষকে সনাক্ত করতে গেলেই অন্য বিশেষ তথা 'জড়বস্তু' ছাড়া এদেরকে সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু জড়বস্তুকে অন্য বিশেষ ছাড়া সরাসরি সানক্ত করা যায়। আবার এমন কিছু বিশেষ অবস্থা আছে যেমন- 'হাসি', 'কান্না', 'ভীত' কিংবা 'ক্রুদ্ধ' এই সমস্ত অবস্থার কথা বলতে গেলেই 'ব্যক্তিমানুষ'-এর দরকার হয়। কেননা এই সমস্ত অবস্থাগুলির কোনো অর্থ হয় না, যতক্ষণ না এই শব্দগুলি কোনো না কোনো বক্তিমানুষে আরোপিত হয়। স্ট্রসন বলেন, যে কোনো মানসিক অবস্থা তা সে ব্যাথা-বেদনা হোক কিংবা প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা হোক যে কোনো অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলেই তার আধাররূপে একটি 'দেহ'কে অবশ্যই মানতে হবে। যে দেহে ঐ রকম অভিজ্ঞতা হবে তাকেই স্ট্রসন 'ব্যক্তিমানুষ' বলেছেন। এই ব্যক্তিমানুষ ছাড়া এই সমস্ত মানসিক অবস্থাকে সনাক্ত করা যায় না। কাজেই, এই সমস্ত মানসিক অবস্থাকে সনাক্ত করতে গেলেই কিংবা ব্যাখ্যা করতে গেলেই কোনো না কোনো ব্যক্তিমানুষের সাহায্যে তা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে হয়। অন্যথা এই সমস্ত মানসিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা যাবে না। এই সমস্ত মানসিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা গেলেও ব্যক্তিমানুষকে কিন্তু আর বিশ্লেষণ করা যাবে না। সেইজন্য ব্যক্তিমানুষ হল মৌলিক। কাজেই, স্ট্রসনের মতে, জগতের সমস্ত কিছুকে বিশ্লেষণ করা গেলেও জড়বস্তুকে যেমন আর বিশ্লেষণ করা যায় না, তেমনি ব্যক্তিমানুষকেও আর বিশ্লেষণ করা যায় না। এদেরকে শুধু যে বিশ্লেষণ করা যায় না তা নয়, এদেরকে একটি অপরটিতে পর্যবসিত করা যায় না। তাই জড়বস্তু ও ব্যক্তিমানুষ এই দুটি বিশেষ হলেও এরা মৌলিক বিশেষ।

বীজশব্দ: বিশেষ (particular), মৌলিক (primitive), মৌলিক বিশেষ (basic particular), জড়বস্তু (material body), ব্যক্তিমানুষ (person), প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা (perceptual experience), মানসিক অবস্থা (mental state), দেশ (space), কাল (time), বিদ্যুৎ চমক (lightening of flash), শব্দ (bang), দেহ (body), মন (mind)।

স্ট্রসন তাঁর বিখ্যাত *Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics* গ্রন্থে মৌলিক বিশেষ[১] সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি মৌলিক বিশেষ বলতে কী বোঝায়, কোনগুলিকে মৌলিক বিশেষ বলা হয় এবং কেনই-বা এই গুলিকে মৌলিক বিশেষ বলা হয়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য মৌলিক বিশেষ বলা হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ে অআলোচনা করার চেষ্টা হবে। স্ট্রসনের মতে, জগতে অসংখ্য বিশেষ আছে, সেগুলির মধ্যে জনবস্তু এবং ব্যক্তিমানুষ হল মৌলিক বিশেষ। এখানে 'বিশেষ' শব্দটি একটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিশেষ' বলতে এখানে বৈশেষিক দর্শন সম্মত সপ্ত পদার্থের অন্তর্গত 'বিশেষ' নামক পঞ্চম পদার্থকে বোঝানো হয়নি। স্ট্রসনের মতে, যা দেশ ও কালে থাকে এবং দেশ ও কালে থাকে বলে যাকে সনাক্ত করা যায় তাই বিশেষ। কিন্তু বিশেষকে সনাক্ত করণের জন্য অন্য বিশেষের উপর নির্ভর করতে হয় বলে বিশেষ মাত্রই মৌলিক নয়। এখানে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রধান বক্তব্য তা হল সত্তাতত্ত্বের আলোচনায় মৌলিক বিশেষের ভূমিকাটি ঠিক কী।

স্ট্রসন 'মৌলিক বিশেষ' বলতে তাকেই বুঝিয়েছেন, যাকে সরাসরি সনাক্ত করা যায়, যাকে সনাক্তকরণের জন্য অন্য

কোনো প্রকার বা পদার্থ (type or category) বিশেষের সনাক্তকরণের দরকার হয় না। বরং অন্য বিশেষগুলিকে সনাক্তকরণের জন্য এই মৌলিক বিশেষের উপর নির্ভর করতে হয়।[২] স্ট্রসনের মতে, জড়বস্তু এবং ব্যক্তিমানুষ হল মৌলিক বিশেষ। প্রশ্ন ওঠে: এই দুটি বিশেষকে মৌলিক বিশেষ বলে স্বীকার করার পেছনে আদৌ কী কোনো আধিবিদ্যক কারণ আছে? এর উত্তরে স্ট্রসন বলেন, জগতে অসংখ্য বিশেষ আছে, তাদের মধ্যে জড়বস্তু এবং ব্যক্তিমানুষ এই দুটি হল মৌলিক বিশেষ। তিনি বলেন, জগতে অসংখ্য বিশেষ আছে এবং সেগুলিকে বিশ্লেষণ (analyse) করা যায়, কিন্তু সেগুলিকে বিশ্লেষণ করতে করতে আমরা শেষে এমন এক বিশেষ সত্তায় পৌঁছাব যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না তাকেই স্ট্রসন জড়বস্তু বলেছেন। সেই কারণে জড়বস্তু হল মৌলিক বিশেষ। অন্যদিকে তিনি ব্যক্তিমানুষকেও মৌলিক বিশেষ বলেছেন এই কারণে যে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হলেও ব্যক্তিমানুষকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। সেই কারণে ব্যক্তিমানুষও স্ট্রসনের মতে মৌলিক বিশেষ। জড়বস্তু এবং ব্যক্তিমানুষ এই দুটি বিশেষকে যেমন আর বিশ্লেষণ করা যায় না তেমন এদের কোনো একটিকে অপরটিতে পর্যবসিতও (reduce) করা যায় না। সেইজন্য স্ট্রসন এই জড়বস্তু ও ব্যক্তিমানুষকে মৌলিক বিশেষ হিসেবে স্বীকার করেছেন।

মৌলিক বিশেষের আলোচনা প্রসঙ্গে স্ট্রসন প্রথমেই জড়বস্তুকে মৌলিক বিশেষ বলেছেন এই কারণে যে, জড়বস্তুর কিছুটা হলেও স্থায়িত্ব আছে এবং যে কোনো না কোনো দেশ জুড়ে থাকে। জড়বস্তু মাত্রই তার তিনিটি দৈশিক মাত্রা (three spatial dimensions) যথা: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা আছে। কাজেই, জড়বস্তুর এই তিনটি দৈশিক মাত্রা এবং একটি কালিক (temporal) অবস্থা থাকবে। এই জগতে যেমন একটি দেশ আছে, তেমনি একটি কাল আছে। আমরা এই একটাই দৈশিক-কালিক কাঠামোর (a unitary spatio-temporal framework) দ্বারা জগতের সমস্ত ঘটনা, ইতিহাস, গল্প কিংবা অন্যের সম্বন্ধে কোনো বিবৃতি বা বক্তব্য (reports)-এর ব্যাখ্যা বা বর্ণনা দিয়ে থাকি। এই দেশ ও কাল এক হলেও দেশের যেমন অনেক অংশ বা খণ্ড আছে, তেমনি কালেরও বিভিন্ন অংশ বা বিভাগ আছে। এইভাবে জগতে একটাই দেশ ও একটাই কাল থাকলেও জগতে যেহেতু অসংখ্য বস্তু আছে, সেহেতু সেগুলি একই দেশে থাকলেও সকল বস্তু দেশের একই অংশে নেই। বস্তুগুলি একই দেশের বিভিন্ন অংশে আছে। দেশের অংশ ভেদে বস্তু সমূহের বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী বস্তুগুলি আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে। ধরা যাক, 'A' নামক বস্তু যে স্থানে বা দেশে আছে, 'B' নামক বস্তু সে স্থানে বা দেশে নেই। আবার 'C' নামক বস্তু অন্য আর একটি দেশে বা স্থানে আছে। কাজেই, একই সময়ে অনেকগুলি বস্তু একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করলেও আমরা দৈশিক অবস্থানের দ্বারা একটি বস্তুকে অন্য আর একটি বস্তুর থেকে পৃথক করি এবং সেগুলি যে প্রত্যেকে অনন্য (unique) এবং স্বতন্ত্র তা আমরা সনাক্ত করতে (identify) করতে পারি। এবং একই দৈশিক-কালিক কাঠামো (a single unified spatio-temporal framework) থাকার জন্য অন্য সময়ে এবং অন্য স্থানে বস্তু থাকলেও তাকে আমরা পুনরায় সনাক্ত করতে (reidentify) পারি।[৩] সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধ (relation) স্থাপন করতে পারি, কিংবা একে অপরের থেক পার্থক্য করতে পারি। কাজেই, আমরা বলতে পারি যে, দেশ এক হলেও অংশ ভেদে যেমন আলাদা, তেমনই একই কাল থাকলেও মুহূর্ত বা ক্ষণ ভেদে কাল আলাদা-আলাদা। একই কালকে আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি বিভাগ দ্বারা বুঝে থাকি। একই কালকে আমরা আগে, পরে কিংবা যৌগপদ্য সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝে থাকি। যা ঘটেছিল তা অতীত, যা ঘটেছে বা হচ্ছে তা বর্তমান, আর যা ঘটবে তা ভবিষ্যৎ। কাজেই, কালেরও বিভিন্ন অংশ আছে। কাল প্রবহমান। একই কাল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে প্রবহমান। একই কালকে আমরা আমাদের গণনার সুবিধার্থে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই

তিনটি বিভাগে ভাগ করে থাকি। যে কোনো ঘটনাকে আমরা এই তিনটি বিভাগের সাহায্যে বর্ণনা করতে পারি। কাল যদি এক না হয়ে একাধিক হত তাহলে এক ক্ষণের বা সময়ের বস্তুকে অন্য সময়ে আমরা চিনতে পারতাম না। সেই একই কাল যদি এখনো না চলত তাহলে আগে, পরে কিংবা সমসাময়িক বলা যেত না। কাল এক বলে সেই কালের প্রবাহ (series of time) যা অতীতে শুরু হয়েছিল, সেই একই কাল প্রবাহ আজও চলছে এবং ভবিষ্যতেও সেই একই কাল চলতে থাকবে। ফলে একটি বস্তুকে যে সময়ে অতীতে দেখেছিলাম, সেই একই বস্তুকে অন্য সময়ে অন্য দেশে থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা পুনরায় সনাক্ত করতে পারি। একইভাবে দেশও এক। দেশ যদি একাধিক হত তাহলে এক বস্তু আর একটি দেশে কখনোই যেতে পারত না। কিন্তু একই দেশের তার বিভিন্ন অংশ বা খণ্ড থাকায় একটি বস্তু এখন যে দেশে আছে, অন্য সময় সেই দেশে নাও থাকতে পারে এবং অন্য সময় অন্য দেশে থাকলেও তাকে আমরা চিনতে পারি। এটি সম্ভব হয় এই একই দৈশিক-কালিক কাঠামো থাকারজন্য। এই একই দৈশিক-কালিক কাঠামো থাকার জন্য এক সময়ে এক জায়গায় যাকে আমি দেখেছিলাম, সেই একই বস্তুকে অন্য সময়ে অন্য জায়গায় বা দেশে থাকা সত্ত্বেও আমরা পুনরায় চিনতে পারছি। যদি একাধিক দেশ ও একাধিক কাল থাকত তাহলে আমরা যেমন কোনো বস্তুকে সনাক্ত করতে পারতাম না, তেমনি পুনরায় সনাক্ত করতেও পারতাম না। যেমন— যে রামকে পাঁচ বছর আগে যাদবপুরে দেখেছিলাম সেই একই রামকে এখন ডায়মণ্ড হারবারে দেখে চিনতে পেরে বলি 'এই সেই রাম'। এটি সম্ভব হয় একই দেশ ও একই কাল থাকার জন্য। জড়বস্তু যেহেতু দেশ জুড়ে থাকে এবং তার কিছুটা হলেও স্থায়িত্ব আছে অর্থাৎ Spatio-temporal duration আছে, সেহেতু তাকে আমরা identify এবং reidentify করতে পারি। আর যার স্থায়িত্ব খুব কম এবং যা দেশেও থাকে না তাকে আমরা redentify তো দূরের কথা, identify করতেও পারি না। যেমন— কেউ যদি বলে 'ভূত (ghost) আছে' কিন্তু ভূতকে তো আমরা দেখতে পাই না, কেননা ভূত তো কোনো দেশ বা স্থানে থাকে না অর্থাৎ এর কোনো দৈশিক অবস্থান আমরা দেখাতে পারব না। আর যা দেশ বা স্থান জুড়ে থাকে না তা অস্তিত্বশীল নয়। কাজেই, তাকে সনাক্ত করা যায় না।

আবার এমন কিছু বিশেষ আছে যাদের স্থায়িত্ব খুবই কম যেমন— 'বিদ্যুৎ চমক', 'শব্দ' প্রভৃতি। বিদ্যুৎ চমক কিংবা শব্দ হল আর তারপর মিলিয়ে গেল। এগুলিরও একটি দৈশিক-কালিক অবস্থান (spatio-temporal location) আছে অর্থাৎ যখন কোনো বিদ্যুৎ চমক কিংবা শব্দ হয়, তখন তা কোনো না কোনো দেশে হয় ও সেগুলি কোনো না কোনো কালে হয়, এবং দৈশিক ও কালিক অবস্থায় সনাক্ত করা যায় বলে 'বিদ্যুৎ চমক' বা 'শব্দ'কে বিশেষ বলা হয়। কিন্তু 'বিদ্যুৎ চমক' বা 'শব্দ' এগুলো একবারই কোনো একটা দেশে হয় এগুলি বারবার একই দেশে ঘটে না, তাই এগুলো বিশেষ হলেও মৌলিক বিশেষ নয়। যা মৌলিক বিশেষ তাকে শুধু যে identify করা যায় তা নয়, তাকে বারবার বা পুনরায় সনাক্ত করা যায়। কাজেই 'বিদ্যুৎ চমক' বা 'শব্দ' এগুলো একবারই কোনো একটা দেশে সংঘটিত হয়। একবার বিদ্যুৎ চমক হওয়ার পর আবার যখন বিদ্যুৎ চমক হয় তখন সেটা একটা নতুন বিদ্যুৎ চমক। সেটা সেই আগের বিদ্যুৎ চমক নয়। যে বিদ্যুৎ চমকটা আগে ঘটেছিল সেই একই বিদ্যুৎ চমকে আমরা পুনরায় সনাক্ত করতে পারি না। কাজেই, বিদ্যুৎ চমককে আমরা পুনরায় সনাক্ত করতে পারি না বলে এইরূপ ঘটনা (event) বিশেষ হলেও মৌলিক বিশেষ নয়। যে কথা বিদ্যুৎ চমক সম্বন্ধে বলা হয়, সেই একই কথা শব্দ সম্বন্ধেও বলা যায়। শব্দ হল মানে কোথাও না কোথাও একটা শব্দ হল। তার মানে কোনো একটা কালে কোনো একটা দেশে শব্দ হল। আবার যখন একটা শব্দ হল তখন সেটা একটা নতুন শব্দ, সেটা সেই আগের শব্দ নয়, যে শব্দটা আগে হয়েছিল। কাজেই, শব্দকে reidentify করা যায় না। কিন্তু এই শব্দ যেহেতু একটি নির্দিষ্ট দেশে এবং নির্দিষ্ট কালে হয়েছিল সেহেতু এর দৈশিক ও কালিক

অবস্থান থাকায় এই শব্দ কিংবা বিদ্যুৎ চমক বা আলোর ঝলকানি এগুলো বিশেষ হলেও মৌলিক বিশেষ নয়। কেননা এই সমস্ত বিশেষকে reidentify করা যায় না। এই সমস্ত ঘটনা ঘটল, আর পরবর্তীকালে মিলিয়ে গেল, আবার তারপর মিলিয়ে গেল। কাজেই, এগলোর স্থায়িত্ব নিতান্ত কম বা অল্প হওয়ায় এগুলিকে আর reidentify করা যায় না।[৪] শব্দ কিংবা বিদ্যুৎ বা আলোর ঝলকানি এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে শুধু যে ev করা যায় না তা নয়, এদের সনাক্তকরণের জন্যও অন্য বিশেষের উপর নির্ভর করতে হয় বলে এগুলি বিশেষ হলেও মৌলিক বিশেষ নয়। কারণ আমরা জানি মেঘে-মেঘে সংঘর্ষ হলে বিদ্যুৎ চমক হয়। যখন বিদ্যুৎ চমক হয় তখন কোনো না কোনো মেঘে-মেঘে সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন হয়। কাজেই, বিদ্যুৎ চমক মানে কোনো না কোনো কিছুর (অর্থাৎ মেঘরূপ জড়বস্তু) দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ চমক। কিন্তু বিদ্যুৎ চমক কোনো নির্দিষ্ট দেশ ও কালে সংঘটিত হয় বলে একে বিশেষ বলা গেলেও মৌলিক বিশেষ বলা যায় না। কারণ বিদ্যুৎ চমককে সনাক্তকরমের জন্য অন্য বিশেষ তথা জড়বস্তুকে সনাক্তকরণের দরকার হয়। তাই বিদ্যুৎ চমক বিশেষ হলেও মৌলিক বিশেষ নয়। একই কথা শব্দ সম্বন্ধেও বলা যায়। কারণ যখনই কোনো শব্দ হয় তখন তা কোনো না কোনো 'কিছু'র শব্দ। শব্দ হল মানে একটি জড়বস্তুর সাথে আর একটি জড়বস্তুর সংঘর্ষের ফলে উৎপন্ন শব্দ। জড়বস্তুর সাথে জড়বস্তুর সংঘর্ষ হয়নি বা কোনো কিছুর থেকে উৎপন্ন হয়নি অথচ শব্দ হল এমন হতে পারে না। কাজেই, শব্দ মানে কোনো 'কিছু' তথা জড়বস্তু-এর দ্বারা উৎপন্ন শব্দ, কিন্তু শব্দ যেহেতু দেশ ও কালে সংঘটিত হয়, সেহেতু শব্দ বিশেষ হলেও মৌলিক বিশেষ নয়। কারণ শব্দকে সনাক্ত করতে গেলে অন্য বিশেষ তথা জড়বস্তুকে সনাক্ত করতে হয়, অর্থাৎ শব্দকে সনাক্তকরণের জন্য অন্য বিশেষের সনাক্ত করণের দরকার হয়। কাজেই, শব্দকে সনাক্তকরণের জন্য যেহেতু অন্য বিশেষের উপর নির্ভর করতে হয় সেহেতু এটি বিশেষ হলেও মৌলিক বিশেষ নয়।

স্ট্রসন বলেন, যার স্থায়িত্ব আছে, যাকে সরাসরি identify করা যায় এবং reidentify করা যায় তাই মৌলিক বিশেষ। এই মৌলিক বিশেষ বলতে তিনি 'thing' কে বুঝিয়েছেন এবং 'thing' বলতে তিনি জড়বস্তু (material body) কে বুঝিয়েছেন। প্রশ্ন ওঠে: জড়বস্তুর মতো আর কোনো মৌলিক বিশেষ আছে কি যার সনাক্তকরণের জন্য অন্য বিশেষের সনাক্তকরণের দরকার হয় না? বরং অন্য বিশেষের সনাক্তকরণের জন্য এই মৌলিক বিশেষের উপর নির্ভর করতে হয়। উত্তরে স্ট্রসন বলেন, ব্যক্তিমানুষ হল জড়বস্তুর মতো আরও একটি মৌলিক বিশেষ। স্ট্রসন একদিকে যেমন জড়বস্তুকে মৌলিক বিশেষ বলেছেন, তেমনি ব্যক্তিমানুষকেও মৌলিক বিশেষ বলেছেন। এবার আমরা দেখব স্ট্রসন কেন ব্যক্তিমানুষকেও মৌলিক বিশেষ বলেছেন।

জগতে অসংখ্য বিশেষ আছে তাদের মধ্যে জড়বস্তু এবং ব্যক্তিমানুষ এই দুটি স্ট্রসনের মতে মৌলিক বিশেষ। জড়বস্তু কেন মৌলিক তা আমরা আলোচনা করলাম। এখন আমরা দেখব স্ট্রসন কেন ব্যক্তিমানুষকেও 'মৌলিক' বলেছেন। স্ট্রসনের মতে, জড়বস্তুকে যেমন তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো বিশেষের উপর নির্ভর করতে হয় না, তেমনি ব্যক্তিমানুষকেও তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো বিশেষের উপর নির্ভর করতে হয় না, তেমনি ব্যক্তিমানুষকেও তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো বিশেষ-এর উপর নির্ভর করতে হয় না, তেমনি ব্যক্তিমানুষকেও তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো বিশেষ-এর উপর নির্ভর করতে হয় না। বরং অন্য বিশেষ সমূহকে অস্তিত্বের জন্য ব্যক্তিমানুষের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন আমি যদি বলি— 'হাসি' বা 'কান্না' কিংবা 'ক্রুদ্ধ' এই সমস্ত অবস্থা (states) গুলির কোনো অর্থ হয় না। যতক্ষণ না এই শব্দগুলি কোনো না কোনো ব্যক্তিমানুষে আরোপিত হয়। অর্থাৎ, হাসি মানে কারোর না কারোর হাসি, 'কান্না' মানে কারোর না কারোর কান্না, আবার 'ক্রুদ্ধ' মানে কেউ না কেউ ক্রুদ্ধ। আবার কেউ যদি- 'লম্বা' কিংবা 'বেঁটে' কিংবা 'গৌরবর্ণ' কিংবা 'টেকো' প্রভৃতি কোনো শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে আমরা দেখব এই সমস্ত শব্দগুলির নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, যতক্ষণ না এই শব্দ বা গুণগুলি

কোনো না কোনো ব্যক্তিমানুষে আরোপিত হচ্ছে। অর্থাৎ 'লম্বা' বললে কেউ না কেউ লম্বা, আবার বেঁটে বললে কেউ না কেউ বেঁটে, তেমনি 'গৌরবর্ণ' বললে কোনো না কোনো ব্যক্তিমানুষ যে কিনা গৌরবর্ণ। কাজেই, ব্যক্তিমানুষ হল এমন এক সত্তা যার মধ্যে মানসিক গুণাবলী আছে এবং অন্যদিকে দৈহিক গুণাবলীও আছে। মানসিক গুণাবলী বলতে যেমন- চিন্তা, চেতনা, আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক গুণাবলীকে বোঝায়, তেমনি দৈহিক গুণাবলী বলতে আকার, আকৃতি, বর্ণ, ওজন প্রভৃতি গুণাবলীকে বোঝায়। স্ট্রসনের মতে, ব্যক্তিমানুষ হল তাই যার একদিকে দৈহিক গুণাবলী আছে এবং অন্যদিকে মানসিক গুণাবলীও আছে। অর্থাৎ ব্যক্তিই হচ্ছে সেই মূলগত সত্তা যার মানসিক ও দৈহিক উভয় গুণই আছে। যেমন- কোনো 'ব্যক্তিমানুষ' সম্পর্কে বলতে পারি যে, সে পাঁচ ফুট লম্বা, সে ঘন্টায় চার মাইল বেগে চলাফেরা করছে (এসবই দৈহিক গুণ); এবং সেই একই সত্তা অর্থাৎ ওই একই ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা এও বলতে পারি যে সে বুদ্ধিমান ও চালাক (এসবই মানসিক গুণ)। এখানে আমরা দুটি ভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ দেহ ও মনের উপর (দ্বৈতবাদ) কোনো গুণ আরোপ করছি না। অথবা শুধুমাত্র দেহের উপর (জড়বাদ) কোনো গুণ আরোপ করছি না বরং ব্যক্তির উপর গুণ আরোপের কথাই বলছি। কিন্তু দেকার্ত প্রমুখ যাঁরা দ্বৈতবাদী তাঁরা বলবেন বিস্তৃতি, আকার, আকৃতি, ওজন প্রভৃতি দেহের গুণ এবং চিন্তা-চেতনা প্রভৃতি মানসিক অবস্থা মনের গুণ। এইভাবে জগতে দেহ ও মন নামক দুটি সত্তা (entity) আছে। এবং তাদের স্বভাব পরস্পর পরস্পরের বিপরীত, শুধু বিপরীত নয় বিরুদ্ধও বটে। কাজেই দেকার্তের মতে, এই দুটো সত্তা এতই বিরুদ্ধ স্বভাবের যে, এরা কখনো একই জিনিসে থাকতে পারে না বা একই সত্তার ধর্ম হতে পারে না। যা দেহের ধর্ম, তা কখনো মনের ধর্ম হতে পারে না এবং যা মনের ধর্ম তা কখনো দেহের ধর্ম হতে পারে না। কার্টেসীয় মতানুসারে, চেতনার কর্তা পুরোপুরি অজড় (immaterial)। এই মতানুসারে চেতনার অবস্থা সমূহের কর্তা হলো এমন একটি সম্পূর্ণ অজড়, অশরীরী জিনিস যার উপর চেতনার অবস্থাগুলো ছাড়া আর অন্য কিছুই আরোপ করা যায় না। স্ট্রসন যে যুক্তির সাহায্যে এই মতবাদকে খণ্ডন করেছেন তা হল নিম্নরূপ।[৫] যদি কোনো ব্যক্তির চেতনার আশ্রয় (কর্তা) সম্পর্কে ধারণা থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, তিনি নিজে বাদেও চেতনার আরও অন্য আশ্রয় আছে। অনেকের মাঝে সে নিজে একটি একটিমাত্র জীবাত্মা (re) হতে পারে। চেতনার অপরাপর আশ্রয় বা অন্যান্য কর্তার ধারণা থাকার অর্থ হল এই সমস্ত আশ্রয়গুলিকে পরস্পরের থেকে পৃথক বলে চেনার এবং তাদের পার্থক্য নির্দিষ্টভাবে স্থাপন করার ক্ষমতা। অর্থাৎ এমনটি বলতে পারা যে, একস্থানে চেতনার বিশেষ কোনো কর্তা আছে এবং অন্য কোনো কর্তা নেই। যদি কেউ চেতনার কর্তাগুলির মধ্যে এই পার্থক্য করতে না পারে তাহলে বুঝতে হবে তার বিভিন্ন কর্তার ধারণা নেই। আর যদি চেতনার অন্যান্য কর্তা পুরোপুরি অজড় হতো, তাহলে একজন কর্তাকে অপর একজন কর্তা থেকে পৃথক করার কোনো পথই খোলা থাকত না। সেক্ষেত্রে কীভাবে বলা যাবে যে, এখন ঠিক আমাদের চারপাশে কতজন এ ধরণের কর্তা আছে এবং কোন্ কর্তা কে? যদি চেতনার এক কর্তা থেকে অন্য কর্তার পার্থক্য করার কোনো পদ্ধতি বা উপায় না থাকে তাহলে কোনো ব্যক্তির চেতনার কর্তা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। সুতরাং চেতনার কর্তা সম্পূর্ণরূপে অজড়বস্তু এই কার্টেসীয় ধারণা অর্থহীন।

সুতরাং, আমাদের যদি চেতনার কোনো কর্তার ধারণা থেকে থাকে, তাহলে তা কেবল একটি দেহের ধারণা হবে (যেমন জড়বাদীরা মনে করে) এমন নয়, আবার এটি একটি অজড় বস্তুর ধারণা হবে (যেমন দ্বৈতবাদীরা মনে করে) এমনও নয়। কাজেই, একে এমন একটি সত্তার ধারণা হতে হবে যার উপর মানসিক এবং দৈহিক এই উভয় প্রকার গুণকে আরোপ করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই কর্তা শুধুমাত্র চেতনশীল নয়, একে দৈহিকও হতে হবে। যে সত্তা দৈহিক ও মানসিক এই উভয় প্রকার গুণের অধিকারী তাকেই স্ট্রসন 'ব্যক্তি' বলেছেন।

স্ট্রসন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Individuals* এ যেভাবে 'ব্যক্তিমানুষ' এর সংজ্ঞা দেন তাহল— "The concept of a person is the concept of a type of entity such that *both* predicates ascribing states of consciousness *and* predicates ascribing corporal characteristics, a physical situation & c. are equally applicable to a single individual of that single type."[৬] অর্থাৎ "(ব্যক্তিমানুষ' এমন এক শ্রেণীর সত্তা যাতে চেতনার অবস্থা আরোপকারী এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য, যেমন কোনো ভৌত অবস্থা, ইত্যাদি আরোপকারী, এই 'উভয়' প্রকারের বিধেয় ওই একই শ্রেণির একই জন (কর্তা) -এর উপর সমভাবে প্রযোজ্য।" স্ট্রসনের মতে, আমাদের যদি চেতনার আশ্রয় বা কর্তার ধারণা থাকে তাহলে সেটি জড়বাদী মতানুযায়ী দেহ নয় কিংবা দ্বৈতবাদী মতানুযায়ী অজড় বস্তুও নয়। এটি এমন একটি বস্তু বা আধারের ধারণা হবে যা দৈহিক ও মানসিক উভয় গুণের আধাররূপে গৃহীত হতে পারবে। অর্থাৎ এই কর্তা শুধুমাত্র চেতনই নয় দেহবিশিষ্টও বটে। স্ট্রসনের মতে, যে সত্তার দৈহিক ও মানসিক এই উভয় প্রকার গুণ থাকে তাকেই তিনি ব্যক্তিমানুষ নামে অভিহিত করেছেন।

স্ট্রসনের মতে, ব্যক্তিমানুষ হল তাই যার মধ্যে দৈহিক গুণাবলী-মানসিক গুণাবলী উভয়ই আছে। এক্ষেত্রে আরও একটি উদাহরণের সাহায্যে তা দেখানো যেতে পারে, তা হল যখন কোনো ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে কোনো উক্তি করা হয়— 'যে ব্যক্তি ছয় ফুট লম্বা সেই ক্রুদ্ধ' এখানে 'ছয় ফুট লম্বা হওয়া' বলতে কোনো দৈহিক বা জড় সত্তাকে বোঝাচ্ছে না, আবার 'ক্রুদ্ধ' বলতে ক্রুদ্ধ হওয়া রূপ আলাদা কোনো মানসিক সত্তাকে মানা হচ্ছে না, অর্থাৎ 'ছয় ফুট লম্বা' বলে কোনো বস্তু (thing)-কে বোঝাচ্ছে এবং 'ক্রুদ্ধ হওয়া' বলতে আর একটা বিষয় বা বস্তুকে বোঝাচ্ছে এমনটি নয়। স্ট্রসনের মতে, এর থেকে আসলে যা বলা হয় তা হল— দৈহিক অবস্থা বা গুণাবলী ও মানসিক গুণাবলী একই সত্তারই দুটি দিকমাত্র। ঠিক যেমন একটি মুদ্রার দুটি দিক থাকে, তেমনি ব্যক্তিমানুষ-এরও দুটি দিক একটি তার দৈহিক অবস্থার দিক অন্যটি তার মানসিক অবস্থার দিক। কাজেই, স্ট্রসনের মতে ব্যক্তিমানুষ হল এমন এক সত্তা যার সম্পর্কে মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার গুণাবলীই প্রযোজ্য।[৭]

এই মতবাদ মানসিক এবং দৈহিক গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্যের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে এবং সেগুলিকে ভিন্ন প্রকৃতির গুণ রূপে গণ্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়, তবুও সেই দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী একই কর্তা তথা ব্যক্তিমানুষের গুণ হওয়ার স্ট্রসনের এই মতবাদ দেকার্তের 'দ্বৈতবাদী' তত্ত্ব তেকে পৃথক। স্ট্রসন এখানে দেকার্তের মতো 'দেহ' ও 'মন'কে দুটি আলাদা সত্তা (entity) ধরে ব্যক্তিমানুষকে এই দ্বৈত সত্তার সমন্বয় (union) বলেননি। তাঁর কাছে ব্যক্তিমানুষ হল তাই যার মানসিক গুণাবলী আছে এবং দৈহিক গুণাবলীও আছে। স্ট্রসনের ব্যক্তিমানুষ শুধু যে দেকার্তের দ্বৈতবাদী তত্ত্ব থেকে পৃথক তা নয়, হিউমের no-ownership তত্ত্ব থেকেও পৃথক। কারণ হিউম একদিকে যেমন মানসিক অবস্থার আশ্রয় বা অধিকারী (owner) রূপে কোনো স্থায়ী মন বা আত্মা মানেন না, তেমনি দৈহিক অবস্থার আশ্রয় বা অধিকারীরূপে কোনো স্থায়ী জড়দ্রব্যও মানেন না। তাঁর মতে, মন বা আত্মা বলে কিছু নেই। হিউম 'আত্মা' বলতে যা বুঝিয়েছেন তাহল—"For my part, when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never catch myself at any time without a perception, and never can observe anything but the perception."[৮] বাংলা তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায়— আমি যখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যাকে আমার 'মন' বলি তাতে প্রবৃষ্ট হই, তখন সব সময় কোনো না কোনো বিশেষ প্রত্যক্ষ বা সংবেদনের সঙ্গে ধাক্কা খাই যেমন— উত্তাপ বা শৈত্য সংবেদন, আলোক বা অন্ধকারবোধ, ভালবাসা কিংবা ঘৃণার অনুভূতি, সুখ-দুঃখ-চেতনা ইত্যাদি। আমি কখনো প্রত্যক্ষ অতিরিক্ত আত্মাকে ধরতে পারি না, কেবল প্রত্যক্ষকেই পেয়ে থাকি।

হিউমের মতে, আন্তর প্রত্যক্ষে আমরা কেবল আমাদের দ্রুত পরিবর্তনশীল মনোবৃত্তির সাক্ষাৎ পাই বলে, আত্মা বা মন বলতে আমাদের ঐ চেতন বৃত্তিগুলির সমষ্টি বুঝতে হবে। চিন্তা, আবেগ, ইচ্ছা, সংকল্প প্রভৃতি 'প্রত্যক্ষ' বা মনোবৃত্তি আমাদের কিছু না কিছু সর্বদাই- হচ্ছে। কোনো ব্যক্তির মন হল তার জীবদ্দশায় সংঘটিত যাবতীয় প্রত্যক্ষ রাজির সমষ্টি। কোনো এক বিশেষ মুহূর্তের 'আমি' হলাম আমার তৎকালীন চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতির অনুষঙ্গ নিয়মে সংবদ্ধ সমষ্টি- এই সব সতত পরিবর্তনশীল চেতনবৃত্তির অতিরিক্ত কোনো অধিকরণ বা অধ্যাত্ম দ্রব্যের প্রমাণ নেই। তিনি এই সমস্ত মানসিক অবস্থার অধিকারীরূপে কোনো স্থায়ী আত্মা বা মন মানেননি। বিভিন্ন মানসিক অবস্থার সমাহার বা সমষ্টি (collection of mental states) ও বিভিন্ন দৈহিক অবস্থার সমাহার বা সমষ্টি (collection of bodily states) মিল যে better collection of mental and physical states তৈরী হয় তাকেই হিউম person বলেছেন। হিউম বলেন, বিভিন্ন মানসিক অবস্থা যেমন— চিন্তা-চেতনা, আবেগ, প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা প্রভৃতি আছে কিন্তু এই সমস্ত মানসিক অবস্থার আশ্রয় বা অধিকারী (owner) রূপে কোনো আত্মা বা মন নেই। হিউমের এই যে তত্ত্ব তা 'no-ownership theory' নামে পরিচিত। স্ট্রসন মনে করেন, হিউমের উক্ত মতবাদ অসঙ্গতিপূর্ণ। কেননা বিভিন্ন মানসিক অবস্থা যেমন— চিন্তা- চেতনা, আবেগ, প্রত্যক্ষগত অভিজ্ঞতা প্রভৃতি আছে অথচ এই সমস্ত মানসিক অবস্থার আশ্রয় বা অধিকারীরূপে কোনো সত্তা নেই একথা বললে অসঙ্গতি হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা মানে কারোর না কারোর অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা হতে গেলে তার আশ্রয় বা অধিকারীরূপে দেহ (body) কে থাকতে হবে। সেই দেহ এমন হবে যার মধ্যে মানসিক গুণাবলীও থাকবে। দেহ ছাড়া কোনো অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করা যায় না। আমরা যখনই কোনো অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করি, তখনই সেই অভিজ্ঞতার যে অধিকারী তার দ্বারাই অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করি। সেই দেহে যার ঐ অভিজ্ঞতা হবে তাকেই তিনি ব্যক্তিমানুষ বলেছেন। অর্থাৎ সেই দেহের মধ্যে এমন কিছু লক্ষ্মণজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য থাকবে যে কিনা 'আমার' অথবা 'অন্য ব্যক্তিমানুষ'-এর অভিজ্ঞতার অধিকারী।[৯] সেই অভিজ্ঞতা আমার হতে পারে অথবা অন্য কারোর হতে পারে। অভিজ্ঞতা মনে তা কোনো না কোনো ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতা। স্ট্রসনের মতে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থা যেমন- চিন্তা-চেতনা কিংবা কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সনাক্ত করতে গেলে প্রথমেই ব্যক্তিমানুষ ছাড়অ এই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে সনাক্ত করা যায় না, আমরা যখনই কোনো 'অভিজ্ঞতা' কিংবা 'চেতনা'র কথা বলি, তখন 'অভিজ্ঞতা' বলতে কোনো ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতাকে বুঝি, আবার 'চেতনা' বলতে কোনো ব্যক্তিমানুষের চেতনাকে বুঝি। কাজেই, 'ব্যক্তিমানুষ' ছাড়া এই সমস্ত মানসিক অবস্থাকে সনাক্ত করা যায় না। 'মানসিক অবস্থা'র কথা বললেই প্রশ্ন ওঠে: কার মানসিক অবস্থা? স্ট্রসনের মতে, মানসিক অবস্থা মানে তা কোনো না কোনো ব্যক্তিমানুষের হবে। 'মানসিক অবস্থা' বললে সেই মানসিক অবস্থার অধিকারী থাকা চাই। কাজেই, 'মানসিক অবস্থা আছে অথচ তার অধিকারী (owner) নেই' একথা বললে অসঙ্গতি হয়। সেইজন্য হিউমের 'no-ownership' তত্ত্ব অসঙ্গতিপূর্ণ।

আবার 'No-ownership' মতবাদীদের অনেকে বলেন, আমাদের সমস্ত অবস্থাগুলি (states) কোনো বস্তুতে আপতিকভাবে তাকে। অর্থাৎ সেই অবস্থাগুলি কোনো ভৌত বস্তুতে থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু ভৌত বস্তুতে থাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, ভৌত বস্তু ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে পারে। সুতরাং, এদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা হল আপতিক সম্বন্ধ। (তারা এখানে দ্বৈতবাদীদের মত মানসিক অবস্থাগুলির আধাররূপে মন বা আত্মা এবং দৈহিক অবস্থাগুলির আধাররূপে দেহকে মানেন না।) im মতবাদীদের বক্তব্যকে বচনের আকারে প্রকাশ করলে যা দাঁড়ায় তা হল— P_1 "All my states are contingently dependent on Body B." অর্থাৎ আমার সমস্ত প্রকার অবস্থাগুলি আমার দেহ 'Body B'-এর উপর

নির্ভরশীল। এই বচন যেহেতু একটি আপতিক সত্যকে ঘোষণা করে সেহেতু এটি একটি আপতিক বচন। কারণ, আমার অবস্থাগুলি আমার 'im'-এর উপর আপাতিকভাবে নির্ভরশীল, আবশ্যিকভাবে নির্ভরশীল নয়। কাজেই, এটি যেহেতু একটি আপতিক সত্যকে ঘোষণা করে, সেহেতু এটি একটি আপতিক বচন, এবং কোনো অবস্থা (states) বা ধর্ম কোনো বস্তুতে আপতিকভাবে থাকে বলে এই অবস্থাগুলির আশ্রয় (owner) নেই সেইজন্য এদের এই তত্ত্ব no-ownership theory নামে পরিচিত। এখানে স্ট্রসন, no-ownership মতবাদীদের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলেন, তোমরা এখানে যে 'অবস্থা'গুলির (states) কথা বলছ, সেই অবস্থা বলতে কীসের অবস্থা বোঝাচ্ছ? সেই অবস্থা বলতে কী কোনো দৈহিক অবস্থা (bodily states) বোঝাচ্ছ? নাকি অন্য কোনো কিছুকে বোঝাচ্ছ? এর উত্তরে non-ownership মতবাদীরা বলেন, আমরা এখানে 'অবস্থা' বলতে দৈহিক অবস্থার কথাই বলছি। তখন স্ট্রসন এর প্রত্যুত্তরে বলেন, তাই যদি হয় তাহলে তোমাদের উক্ত বচনটিকে আর আপতিক বলা যাবে না। আর যদি আপতিক বলা না যায় তাহলে বচনটিকে একটি আবশ্যিক সত্য বচন (necessarily true proposition) বলতে হবে, অর্থাৎ স্বতঃসত্য বচন হবে। স্ট্রসন তাঁদের উক্ত আপতিক যুক্তিটিকে যেভাবে আবশ্যিক সত্য বচন রূপে দেখালেন তা নিম্নরূপ:

P_2. "All states contingently dependent on Body B are contingently dependent on Body B"

এই বচনটির আকার হবে P=P , এটি একটি আবশ্যিক সত্য বচন যা কখনোই মিথ্যা হতে পারে না। কাজেই, যে বচনটি no-ownership মতবাদীদের কাছে একটি আপতিক বচন ছিল সেই বচনটিকে ব্যাখ্যা করে স্ট্রসন দেখালেন বচনটি আপতিক নয়, বচনটি একটি আবশ্যিক স্বতঃসত্য বচন। যা আবশ্যিক সত্য। অর্থাৎ P_1. (proposition:1) এ যে ধর্ম বা অবস্থাগুলি দেহ (Body)-এর আপতিক ধর্ম ছিল সেই ধর্মগুলি P_2. (Proposition:2) এ আবশ্যিক ধর্মরূপে প্রতীত হল। এইভাবে স্ট্রসন দেখান যে কোনো অবস্থার কথা বলতে গেলেই দেহের তা দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে। দেহ ছাড়া কোনো অবস্থারই বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। কিন্তু সেই দেহ এমন হবে যার মধ্যে মানসিক অবস্থাও থাকবে। যাকে তিনি ব্যক্তিমানুষ বলেছেন। কাজেই, মানসিক অবস্থার কথা বলতে গেলেই তার আশ্রয় বা আধার হিসেবে একটা কিছু মানতে হবে যাকে স্ট্রসন দেহ বলেছেন। সেই দেহ এমন এমন হবে যাতে মানসিক অবস্থাও থাকে, যাকে তিনি ব্যক্তিমানুষ বলেছেন। মানসিক অবস্থাগুলি আছে অথচ তাদের আধাররূপে কোনো দেহ নেই। এরকম উক্তি স্ট্রসনের কাছে হাস্যকর (ridiculous)।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, স্ট্রসনের ব্যক্তিমানুষ তত্ত্ব (person theory) শুধু যে হিউমের মতবাদ থেকে পৃথক তা নয়, দেকার্তের মতবাদ থেকেও পৃথক। স্ট্রসনের ব্যক্তিমানুষ একদিকে যেমন হিউমের better collection of mental and physical states নয়, তেমনি দেকার্তের দ্বৈতবাদী তত্ত্বের মত দেহ ও মন নামক দুটি সত্তার সমন্বয়ও নয়। তিনি দেকার্তের দ্বৈতবাদী তত্ত্বের মত দেহ ও মনকে দুটি আলাদা সত্তা না বলে উভয়কেই ব্যক্তিমানুষের গুণ বলে মনে করেন। স্ট্রসন দৈহিক অবস্থার অধিকারীকে দেহ এবং মানসিক অবস্থার অধিকারীরূপে মন মানেন না। তিনি বলেন, ব্যক্তিমানুষ হল এমন এক সত্তা যার উপর দৈহিক ও মানসিক উভয় গুণাবলীই আরোপ করা যায়। তিনি বলেন, দৈহিক অবস্থাকে একটি বিশেষভাবে দেখাই মানসিক অবস্থাকে দেখা কিংবা দৈহিক অবস্থাকে একটি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করলেই মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যা করা হয়ে যায়। 'মন' (mind) বলে আলাদা কোনো সত্তা নেই। কাজেই স্ট্রসন বলেন, ব্যক্তিমানুষই একমাত্র বাস্তব (real)। ব্যক্তিমানুষই একমাত্র মৌলিক, কেননা ব্যক্তিমানুষকে আর সংজ্ঞায়িত করা যায় না কিংবা বিশ্লেষণ (analyse) করা যায় না।

মূল্যায়ন: উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, স্ট্রসন জড়বস্তু ও ব্যক্তিমানুষকে মৌলিক বিশেষ বলেছেন বলেছেন। জড়বস্তুকে যে কারণে তিনি মৌলিক বিশেষ বলেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলেও ব্যক্তিমানুষকে যে অর্থে তিনি মৌলিক বিশেষ বলেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হলেও ব্যক্তিমানুষকে যে অর্থে তিনি মৌলিক বিশেষ বলেছেন তা আমাদের মনে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। তাঁর ব্যক্তিমানুষ তত্ত্ব একদিকে যেমন দেকার্তের দ্বৈতবাদী তত্ত্ব তথা দেহ ও মনের সমন্বয় নয়, তেমনি হিউমের better collection of mental and physical states-ও নয়। কেন নয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। যদিও তিনি দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর মধ্যকার পার্থক্যের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে এবং সেগুলোকে মৌলিকভাবে ভিন্ন প্রকৃতির গুণরূপে গণ্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তা সত্ত্বেও এ তত্ত্ব এই সত্যের প্রতিও সুবিচার করে যে, এগুলো একই কর্তার গুণাবলী বলে মনে হয়। কিন্তু এখানে যে মূল সমস্যা বা দ্বন্দ্ব আমাদের মনে উঁকি দেয় সেটি হল দৈহিক গুণাবলী ও মানসিক গুণাবলী কীভাবে একই কর্তার তথা ব্যক্তিমানুষের গুণ হয়? এখানে স্ট্রসন আসলে ব্যক্তিমানুষ বলতে তাকেই বুঝিয়েছেন যার দৈহিক গুণ রয়েছে, কিন্তু তাই বলে ব্যক্তিমানুষ দেহে পরিণত হন না, যেমন- কোনো কিছুতে লাল রঙ থাকলেই তা লাল হয় না। কারণ, ব্যক্তিমানুষ সাধারণত দেহের মত নয়, ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে এমন এক সত্তা যাতে মানসিক গুণও রয়েছে। স্ট্রসনের মতে, ব্যক্তিমানুষ হল এমন এক সত্তা যে কেবল ঘটনাচক্রে দৈহিক গুণাবলী অর্জন করেছে মাত্র (অর্থাৎ যে সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে নাও থাকতে পারত), এরকমটি নয়। আবার একথাও ঠিক নয় যে, ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে এমন এক সত্তা যে কেবল ঘটনাচক্রে মানসিক গুণাবলী অর্জন করেছে মাত্র। কাজেই, স্ট্রসনের ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কিত ধারণা অনুসারে, ব্যক্তিমানুষের পক্ষে এটা আবশ্যক যে, সে এমন এক সত্তা হবে যার মধ্যে অপরিহার্যভাবে মানসিক ও দৈহিক এই 'উভয়' গুণই থাকবে। কিন্তু আমরা সাধারণত দেহ ও মনকে আলাদা পদার্থ (category) বলে মনে করি এবং তাদের প্রতি আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আরোপ করি যেটা দেকার্ত প্রমুখ দ্বৈতবাদীরা করে থাকেন। এরফলে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু দ্বৈতবাদী তত্ত্ব না মেলেও অর্থাৎ দৈহিক গুণাবলীর অধিকারীরূপে 'দেহ' ও মানসিক গুণাবলীর অধিকারীরূপে 'মন' নামক দুটি পৃথক সত্তা না মেনেও এগুলির যে ব্যাখ্যা করা এক অনন্যতার দাবি রাখে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Strawson, P.F., *Individuals:An Essay in Descriptive Metaphysics,* part1, sec. 3. Univdrsity paperbacks, Methuen: London, 1977, pp. 38-58

২. Ibid, p. 45

৩. Ibid, p. 38

৪. Ibid, pp. 46-47

৫. Ibid, pp. 99-104

৬. Ibid, pp. 101-102

৭. Ibid, p. 104

৮. Hume, David, *A Treatise of Human Nature,* Book-1, Book. I, J.M. Dent & Sons Ltd. London, 1934, p. 239

৯. Strawson, P.F., *Individuals:An Essay in Descriptive Metaphysics,* part1, sec. 3. Univdrsity paperbacks, Methuen: London, 1977, pp. 97